

কেত আনরা খ্রীস্টীয় নববর্ষ উদযাপন করি তা?	لماذا لا نحتفل برأس السنة الميلادية؟
বাংলা ভাষা	اللغة البنغالية
বিভিন্ন নামের আনন্দোৎসব গুলি মূলত: বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এগুলি ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি যার মাধ্যমে প্রতিটি জাতি ও তার অনুসারীগণ অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকে। শরীয়তের অনেক দলীলেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলিমদের বার্ষিক ঈদ কেবলমাত্র দুটি: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এবং সাপ্তাহিক ঈদ হচ্ছে জুমআর দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি জাতির নির্দিষ্ট আনন্দোৎসব আছে, আর এটি হচ্ছে আমাদের আনন্দোৎসব।	الأصل في الأعياد على اختلاف مسمياتها أنها من شعائر الأديان، فهي سمة من السمات التي تتميز بها كل ملة وأتباعها عن غيرهم، وقد تواترت النصوص الشرعية بحصر أعياد المسلمين في عيدين كل عام. هما الفطر والأضحى، وعيد كل أسبوع هو يوم الجمعة، قال رسول الله ﷺ: إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا.
এছাড়া অন্যান্য কিছু আনন্দোৎসব রয়েছে যেমন: ক্রিসমাস ও খ্রীষ্টীয় নববর্ষ ইত্যাদি, এগুলি আহলে কিতাবদের অনুষ্ঠান। কোন মুসলিমের জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়া বা উদযাপন করা জায়েজ নয়। এমনকি এই সকল অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা জানানো বা এতে অংশগ্রহণ করাও জায়েজ নয়। এই সকল অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোন কিছু তাদেরকে হাদিয়া দেয়া, বা এই সংশ্লিষ্ট আলোকসজ্জা, গাছ, নির্দিষ্ট খাদ্য ইত্যাদি বিক্রি করাও জায়েজ নয়।	وما سوى ذلك من أعياد كالكريسماس ورأس السنة الميلادية وغيرها، فهي لأهل الكتاب، ولا يجوز للمسلم اعتبارها ولا الاحتفال بها، ولا التهنئة بها أو المشاركة فيها، ويدخل في ذلك: إهداؤهم ما هو من لوازمها، أو بيعهم هذه المستلزمات من أنوار وأشجار. ومأكولات معينة.
এগুলি দুটি কারণে হারাম: প্রথমত: এর দ্বারা তাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন হয়, এবং তাদের কুফরীকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অথচ ইসলাম তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে তাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন হারাম করেছে।	فإن هذا منهى عنه لسببين: الأول: إن في ذلك تشبهاً بهم، وإقراراً لهم على كفرهم، وقد حرم الإسلام التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم. الثاني: إن في هذه الأعياد ابتداعاً وإحداثاً في دين الله تعالى.

দ্বিতীয়ত: এই সকল আনন্দোৎসব সমূহ “দ্বীনের মাঝে
নতুন সৃষ্টি”র অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাল্লাহ বলেন: কাফেরদের জন্য
নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড সমূহে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মত ভাবে
হারাম।

যেমন: তাদের উৎসব সমূহে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলা:
তোমার উৎসব মঙ্গলজনক হোক, অথবা এই উৎসবের
শুভেচ্ছা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে শুভেচ্ছা জানানো ব্যক্তি যদি কুফরী থেকে
নিরাপদও থাকে তথাপি সে হারাম কাজ করলো।

এর অর্থ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা বা শত্রুতা করা
নয়, কেননা অংশগ্রহণ না করার অর্থ শত্রুতা করা নয়,
বরং এটি হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য অন্যদের থেকে
নিজের আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের স্বতন্ত্রতা এবং
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা।

এইজন্য তাদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ বৈধ।

এটি তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বা তাদের অনুষ্ঠানের
স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হবে না।

বরং তাদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য হবে
তাদের সাথে সৎ ও কোমল আচরণ করা এবং তাদের কে
ইসলামে দাওয়াত দেয়া।

তবে এই হাদিয়াটি যদি এমন প্রাণী হয় যা তাদের
উৎসবের জন্য জবাই করা হয়েছে, তাহলে তা গ্রহণ করা
জায়েজ নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাল্লাহ বলেন:
তাদের উৎসবের দিনে তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণের
দলিল হচ্ছে: আলী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত
যে, তাকে নাইরুযের হাদিয়া প্রদান করা হলে তিনি তা
গ্রহণ করেছিলেন।

এবং আবু বারযা থেকে বর্ণিত: তার কিছু মূর্তিপূজক
জনগন ছিল, যখন তারা তাকে নাইরুয ও মেহেরজানের
হাদিয়া প্রদান করতো, তখন তিনি তার পরিবারের
লোকদের বলতেন: এর মধ্যে যে সকল ফলমূল আছে
সেগুলি খাও, এছাড়া অন্য যা কিছু আছে সেগুলি ফিরিয়ে
দাও।

قال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. كأن يهنئهم
بأعيادهم. فيقول: عيد مبارك عليك. أو تهناً
بهذا العيد أو نحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر،
فهو من المحرمات. ولا يعني هذا إساءة
المعاملة، ولا الاعتداء. فإن رفض المشاركة
ليس اعتداءً، وإنما هو تمييز المسلم واستقلاله
في معتقده وشعائره عن غيره. ولهذا جاز
قبول الهدية منهم. ولا يعد ذلك مشاركة ولا
إقراراً للاحتفال. بل تؤخذ على سبيل البر
وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام.
ما لم يكن مما ذبحوه لأجل العيد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما
قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي
بهدية النيروز فقبلها.
وعن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا
يهدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول
لأهله ما كان من فاكهة، فكلوه. وما كان من
غير ذلك، فردوه.